বণিক বার্তা

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

২০১৫-০৫-২১ ইং

৬ মে বণিক বার্তার আয়োজনে 'বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বণিক বার্তার সেমিনার কক্ষে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আলোচকদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে এ ক্রোড়পত্রে প্রকাশ হলো—

অংশ নিয়েছেন যারা

এমএ মান্নান : অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী

(প্রধান অতিথি)

সালেহউদ্দিন আহমেদ : সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ : চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

তৌফিক আহ্মদ চৌধূরী : মহাপরিচালক, বিআইবিএম

আযিযুল হক : ইসলামী ব্যাংকিং পরামর্শক

মু. ফরীদ উদদীন আহমাদ : উপদেষ্টা, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড

এম মুজাহিদুল ইসলাম : অধ্যাপক, ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স

বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

মো. হাবিবুর রহমান : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

সৈয়দ ওয়াসেক মো. আলী : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.

সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ছালেহ : উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড

মো. আরিফ বিন ইদ্রিস : পরিচালক, ইসলামিক ব্যাংকিং, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশ

আবুল কাশেম মো. শফিউল্লাহ : সেক্রেটারি, সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ড অব ইসলামিক ব্যাংকস

সাজ্জাদ হায়দার : উপ-ব্যবস্থাপনা সম্পাদক (বিজনেস) বণিক বার্তা (প্রবন্ধ উপস্থাপক)

সঞ্চালক

দেওয়ান হানিফ মাহমুদ, সম্পাদক, বণিক বার্তা

এক নজরে

- নীতিমালা ও আইন না থাকায় ইসলামী ব্যাংকগুলো কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় এগোতে পারছে না
- নিয়ন্ত্রক সংস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে
- অডিট ও অর্থ ঋণ আদালত ইসলামী ব্যাংকিং উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে
- ইসলামী ব্যাংকিংকে পুরোপুরি ইসলামী ব্যাংকিং বলা যাবে না, যদি মুদারাবা ও মুশারাকা চালু না থাকে
- ইসলামী ব্যাংকিং ধারণা নিয়ে মানুষের মধ্যে এখনো নানা বিভ্রান্তি রয়েছে, তা দূর করতে উদ্যোগ নেয়া জরুরি
- ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ব্র্যান্ডিং প্রয়োজন
- তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এগোতে হবে

দেওয়ান হানিফ মাহমুদ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়লেও ইমেজ তৈরিতে পিছিয়ে রয়েছেন সংশ্লিষ্টরা

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যাত্রার তিন দশকের বেশি সময় পার হয়েছে। নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে আজ এ ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের মোট ব্যাংকিংয়ের এক-চতুর্থাংশ অধিকার করে আছে। প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও ক্রমেই এ ব্যবস্থায় ঝুঁকছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রক সংস্থার দুর্বলতা, ইসলামী ব্যাংকিং আইনের অভাব, দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বল্পতাসহ প্রভৃতি কারণে পূর্ণ সম্ভাবনা বিকশিত হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অনেক দেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলনের সঙ্গে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ইসলামী ব্যাংকিং। অনেকে আলাদা ব্র্যান্ডিং ইমেজ তৈরি করতেও সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়লেও ব্র্যান্ডিং ইমেজ তৈরিতে পিছিয়ে রয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। স্বচ্ছতা নিয়েও নানা প্রশ্ন রয়েছে, আছে নিয়ন্ত্রক সংস্থার সীমাবদ্ধতা। দেশের অধিকাংশ ব্যাংক যেখানে ইসলামী ব্যাংকিং করতে আগ্রহী, সেখানে নিয়ন্ত্রক সংস্থার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে দেয়ার। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যেমন অপার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি অনেক চ্যালেঞ্জও রয়েছে। সে বিচারে বণিক বার্তা মনে করেছে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এর কাঠামোগত বিন্যাস ঠিক করার পাশাপাশি আমানতকারী ও ঋণগ্রহীতার স্বার্থ রক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো বেশি ভূমিকা রাখতেও সংশ্লিষ্ট আলোচনা জারি রাখা জরুরি। আমরা এর শুরু করছি। আগামীতে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একটি পথনির্দেশনা উঠে আসবে।

আমি প্রথমে বাংলাদেশ ও বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রাথমিক আলোকপাত করার জন্য বণিক বার্তার সহকারী ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজ্জাদ হায়দারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সাজ্জাদ হায়দার

ইসলামী ব্যাংকিং একটি সর্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থা হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সব মানুষের সামনে উন্নয়নের নতুন মডেল উন্মোচন করেছে

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশ। তিন দশক আগে এ দেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যাত্রা হয়। এ ব্যাংকিং পদ্ধতি বর্তমানে দেশের মোট ব্যাংকিংয়ের এক-পঞ্চমাংশ ধারণ করছে। বিশ্বব্যাপী পাঁচ শতাধিক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগামী পাঁচ বছরে দ্বিগুণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম। 'সম্পদের আকৃতি'র বদলে 'বন্টনের প্রকৃতি' তথা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিবেচনায় বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অবস্থান তার চেয়ে অনেক ভালো। সারা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ৩৮ মিলিয়ন গ্রাহকের মধ্যে ১৩ মিলিয়ন বা ৩৫ শতাংশ এককভাবে বাংলাদেশের। ইসলামী ব্যাংকিং একটি সর্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থা হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সব মানুষের সামনে উন্নয়নের নতুন মডেল উন্মোচন করেছে। কিন্তু এর সামনে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যার মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল, দক্ষ নিয়ন্ত্রক সংস্থা, অভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং সর্বোপরি ব্র্যান্ডিং উল্লেখযোগ্য। আজকের এ আলোচনার মাধ্যমে আরো নতুন নতুন বিষয় উঠে আসবে, সে প্রত্যাশায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

হানিফ মাহমুদ: ধন্যবাদ সাজ্জাদ হায়দার। আমি প্রথমে আলোচনা শুরু করার জন্য ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ পরিচালিত হয় ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পথচলার ৩২ বছর হয়েছে। এত সময়ের পথচলায় এই প্রথম কোনো একটি জাতীয় দৈনিকের পক্ষ থেকে এ রকম একটি আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে; যেখানে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হবে। সচেতনতার দিক থেকে বিবেচনা করলে দীর্ঘ পথচলার পরও আমরা পিছিয়ে আছি কিছু ক্ষেত্রে। ব্র্যান্ডিংয়ের দিকে আমরা আরো পিছিয়ে আছি। বিশ্বে অনেক দেশ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ব্র্যান্ডিং সফলভাবে করতে পারলেও আমরা জাতীয় পর্যায়ে তা করতে পারিনি। ব্র্যান্ডিং করাটা আমাদের জন্য সত্যিই এক বড় চ্যালেঞ্জ।

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ পরিচালিত হয় ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে। অনেকেই ইসলামী ব্যাংকিংয়ে রূপান্তর হতে চান। তাদের সে সুযোগ করে দিলে এ হার আরো বাড়বে বৈকি। এছাড়া পুরনো ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো ইসলামী ব্যাংকিং শুরু করলে ইসলামী ব্যাংকিং আরো এগিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। বাংলাদেশের বিনিয়োগচিত্রেও ইসলামী ব্যাংকিং অনেক এগিয়ে। বিনিয়োগের হার নিয়ে সম্প্রতি বণিক বার্তায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে, যেখানে বিনিয়োগে ১০টি ব্যাংকের মধ্যে তিনটিই ইসলামী ধারায় পরিচালিত ব্যাংক। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ইসলামী ব্যাংকিং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম দুটি খাত হলো— এক. রেমিট্যান্স, দুই. তৈরি পোশাক। এ দুটি খাতের উন্নয়নের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে ইসলামী ব্যাংক। বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমেই বেশি আসে। পরিমাণগত শুধু নয়, এ খাতের উত্তরোত্তর উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ভূমিকা বেশি। তৈরি পোশাক শিল্পে বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকের সার্বিক সহযোগিতা উল্লেখ করার মতো। আগে তৈরি পোশাক শিল্প শুধু সেলাইয়ের অর্থ পেত। বর্তমানে ব্যাংকগুলোর ফরওয়ার্ড লিংকেজ ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের মাধ্যমে কম্পোজিট টেক্সটাইলে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। সেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলো বড় ভূমিকা রাখছে। ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অনেক উদ্যোক্তা নজর দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো সেখানে বিনিয়োগ করছে। ৫০ বছর আগে আমরা হয়তো দুটি অথবা তিনটি বড় শিল্প সংস্থার নাম বলতে পারতাম না।

বর্তমানে অগণিত শিল্প সংস্থা আমাদের দেশে। অর্থনীতি সুসংগঠিত। এ কারণে আমরা মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারছি।

ইসলামী ব্যাংকিং বলতে আমাদের সবার একটাই ধারণা আর তা হলো সুদমুক্ত ব্যাংকিং। কিন্তু এটা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সব কার্যক্রমের মাত্র ১০ শতাংশ। ব্যাংকিংয়ের একটি মেকানিজম মাত্র। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো 'শরিয়াহ'। আর শরিয়াহর প্রধান দিক হলো, বাঁকা সবকিছুকে সোজা করা। সেক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, সম্পদের সুষম বণ্টন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। আফ্রিকার যে দেশগুলোয় দুর্ভিক্ষ হয় কিংবা মানুষ অনাহারে বাস করে, তার প্রধান কারণ উৎপাদনের ঘাটতি নয়; বরং সম্পদের সুষম বণ্টনের অভাব। সে কারণেই ইসলামী ব্যাংকিং একই সঙ্গে উৎপাদন ও বণ্টনের কথা বলে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করে— কার জন্য এবং কেন উৎপাদন করা হবে? কীভাবে বণ্টন করা হবে? সেক্ষেত্রে আমি কী ধরনের পণ্য উৎপাদন করব? ব্যাংকিং কি মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য হবে, নাকি সর্বজনীন।

বিশ্বে পাঁচ শতাধিক ইসলামী ব্যাংক এ সেবা জুগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৭টি বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণ ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রবৃদ্ধি অনেক। মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং সেবা অনেক এগিয়েছে। তার পরও বাংলাদেশের চেয়ে সে বাজার বড় নয়। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাঁচ শতাধিক ইসলামী ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৩৫ মিলিয়ন। বাংলাদেশেই আছে এর ৩৫ শতাংশ অ্যাকাউন্ট। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের ৫০ শতাংশই ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে— বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এমন তথ্যই প্রকাশ পেয়েছে।

মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকের ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। তারা পারছে, আমরা কেন পারছি না? সেক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয়, 'ইসলামী ব্যাংকিং আইন' না থাকায় ইসলামী ব্যাংকগুলো সেভাবে কাজ করতে পারছে না। ইসলামী ব্যাংক চালু হওয়ার এক বছর আগে 'ইসলামী ব্যাংক আইন' চালু করেছিল থাইল্যান্ড। আমরা ৩২ বছর ধরে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা করে আসছি; কিন্তু এখনো কোনো আইন চালু করতে পারিনি। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি গাইডলাইন প্রস্তাব করে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য, যা ২০১১ সালে সংশোধন করা হয়। ২০১১ সালে অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কাছে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি খসড়া আইন চূড়ান্ত করে জমা দেয়। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে এখনো তা আলোর মুখ দেখেনি।

এখন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে পাস করেই একজন যে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকে চাকরিতে প্রবেশ করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলোয় প্রবেশ করে তিনি সেটা করতে পারেন না। তার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। অথচ বিগত বছরগুলোয় ইসলামী ব্যাংকগুলোয় অধিক কর্মসংস্থান হয়েছে। আমরা ইসলামী ব্যাংকগুলোয় উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু গবেষণার জায়গায় এখনো পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশে ইসলামী ব্যাংককে ধর্মীয় বাতাবরণ দেয়া হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর ব্যাংক হিসেবে মনে করা হয় একে, যা একেবারেই সত্য নয়। বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে।

সালেহউদ্দিন আহমেদ

আমাদের উচিত পরিসংখ্যান না দেখে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সমস্যাগুলো উপস্থাপন করা এবং সেগুলো দ্রুত সমাধানে উদ্যোগ নেয়া

ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণে চারটি বিষয়কে সামনে নিয়ে আসতে হবে নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে। এক. ঝুঁকির প্রকৃতি কীভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে। কেননা প্রথাগত ব্যাংকের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সেবার মানে পার্থক্য আছে। সুতরাং এখানে ঝুঁকিটাও কিছুটা ভিন্ন। সেখানে নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে জনপ্রিয়তার কথা বলে লাভ হবে না। তারা এসব শুনতে চাইবে না। দুই. মূলধন সংবর্ধন এবং তিন. নিরাপত্তা। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ক্যাপিটাল মার্কেট ও ফিন্যান্সিয়াল মার্কেট একই হিসেবে ধরা হয়। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিংয়ে নিরাপত্তার বিষয়টি কীভাবে দেখা হচ্ছে, সেটাও বড় বিবেচনার বিষয়। চার. করপোরেট সুশাসন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর সেবা যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। সেখানে কীভাবে মুনাফা নির্ধারণ হয়, সেটাও স্পষ্ট নয়। প্রথাগত ব্যাংকে এটি নির্ধারিত থাকে— ১০ বা ১২ শতাংশ। ইসলামী ব্যাংকগুলো কীভাবে গ্রাহককে মুনাফা দিচ্ছে, সেটি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সব বিষয় সমন্বয় করাও একটা চ্যালেঞ্জিং। আর ব্র্যান্ডিং হবে

তখনই, যখন নিয়ন্ত্রক সংস্থা যথাযথভাবে বাজারে থাকবে। আইন স্পষ্ট হবে এবং ব্যাংকগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করবে।

যুক্তরাজ্যে কিন্তু একই ধারার ব্যাংক আছে। কিন্তু তারা শুধু রীতিগুলো মেনে চলছে। তারা সেটাকে ইসলামী ব্যাংকিং নাম দেয়নি। যে কোনো নাম দিয়েই এ ব্যাংকিং চালু রাখা যায়। সুতরাং আমাদের উচিত, পরিসংখ্যান না দেখে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সমস্যাগুলো উপস্থাপন করা এবং সেগুলো সমাধানে দ্রুত উদ্যোগ নেয়া।

তৌফিক আহ্মদ চৌধূরী

আমানতকারীরা ধর্মীয় বিবেচনায় সঞ্চয় করলেও ঋণগ্রহীতারা কিন্তু সুবিধা বুঝেই অর্থ নিচ্ছেন, হোক সেটি নন-ইসলামিক ব্যাংক

প্রচলিত ব্যাংকিং ধারার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে ইসলামী ব্যাংকগুলো। শরিয়াহ আইন দ্বারা পরিচালিত হলেও তাতে সমস্যা নেই। এতে বরং প্রচলিত ব্যাংকিং ধারার উন্নতি হবে। প্রচলিত ব্যাংকগুলোও নিজেদের একটি উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর পোর্টফোলিও স্ট্রাকচার দেখলে মনে হবে, সেটা ইসলামী শরিয়াহ আইন দ্বারা প্রভাবিত নয়। এ কথাও সত্য, এখনো পরিপূর্ণভাবে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়নি বাংলাদেশে।

ইসলামী ব্যাংকগুলো মানবিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানেও পিছিয়ে আছে। কৃষি খাতে অন্যান্য ব্যাংক যেখানে মোট ঋণের ৫ শতাংশ দিয়ে থাকে, সেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলো দিচ্ছে মাত্র ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। ইসলামী ব্যাংকগুলো ব্যবসায় বেশি ঋণ দিয়ে থাকে। আর গত দু-তিন বছরে বাংলাদেশ, এমনকি বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রবৃদ্ধি থমকে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ব্যাংকিংয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অংশ কমে গেছে। আমাদের দেশের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে নয়, ধর্মীয় দিক থেকে বেশি সচেতন। সঞ্চয়কারীদের একটি অংশ ধর্মীয় সচেতনতার কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে বেশি প্রাধান্য দেন। কিন্তু ঋণগ্রহীতারা ইসলামী ব্যাংক নাকি অন্য ব্যাংক, এত কিছু দেখেন না। তারা দেখেন কোথায় সুবিধা বেশি পাওয়া যাবে। যেখানে সুবিধা বেশি, সুদের হার কম, সেখান থেকে ঋণ নেন তারা। অনেক ব্যাংক এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে গ্রাহক আকর্ষণের চেষ্টা করছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা শরিয়াহ মেনে কাজও করেছেন না।

আমি একটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। যে কোনো কিছু শুরু করার আগে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দক্ষ করে তোলা উচিত। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নেই। ইসলামী ব্যাংকগুলোকে সহযোগিতা করার মতো যথেষ্ট সক্ষমতা রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদেরও নেই। এটি নিয়ে আরো চিন্তাভাবনা করা উচিত।

তিন-চার মাস আগে দি ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিনে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয় 'ইরম ওহঃবত্বংঃ, ঘড় ওহঃবত্বংঃ' শিরোনামে। সেখানে দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব দেশেই ইসলামী ব্যাংকের একই অবস্থা। প্রবৃদ্ধির হার প্রায় সমান। সেখানকার একটি মন্তব্য আমার নজর কেড়েছে। সেটা একটু উল্লেখ করতে চাই। বিশ্বের মুসলিমরা এতটা ধর্মপ্রাণ নন যে, প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ছেড়ে চলে আসবেন। এমনকি সৌদি আরবেও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সম্পদের পরিমাণ প্রথাগত ব্যাংকিংয়ের সম্পদের অর্ধেক নয়। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি অনেকটাই থমকে গেছে।

ইসলামী ব্যাংকগুলো কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়। তাই এ ব্যাংকগুলোকে কাজ করতে হবে প্রথাগত ব্যাংকের প্রতিযোগী হিসেবে। সেটা করার জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রক সংস্থা গড়ে তুলতে কাজ করতে হবে। নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে। পোর্টফোলিও স্ট্রাকচার তৈরি ও পোর্টফোলিও রেট নির্ধারণ করতে হবে।

আমি বণিক বার্তাকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লাইসেন্সের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। ঘোষণা করা যেতে পারে, দু-তিন বছরের মধ্যে ৩০-৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখাতে না পারলে লাইসেন্স বাতিল করে দেয়া হবে। ইসলামের নাম বেচে ব্যবসা করা যাবে না।

আমিনুল হক

ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রয়োজন দায়িত্বশীল নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সেটা পূরণ না হওয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে যাদের তেমন ধারণা নেই, তারা এ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করছে

আলোচকরা নানা বিষয় তুলে ধরেছেন এরই মধ্যে। সবাই যথার্থভাবে বলেছেন ইসলামী ব্যাংকগুলোর চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে। বর্তমানে আমি সরাসরি ব্যাংকের দায়িত্বে না থাকলেও আট-দশটি ব্যাংকের সঙ্গে পরামর্শক হিসেবে কাজ করছি। তাতে আমি যে বিষয়গুলো দেখতে পেয়েছি, সেগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করছি সংক্ষেপে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রথমত. তথ্যের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। দ্বিতীয়ত. ব্যাংকগুলোয় সমস্যা চিহ্নিতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অদক্ষতা লক্ষ করা যায়।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রয়োজন বলে সবাই মত দিয়েছেন। ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যাত্রা। দীর্ঘ ২৬ বছর পর অর্থাৎ ২০০৯ সালে একটি গাইডলাইন পাই আমরা। তার আগে ইসলামী ব্যাংকগুলো পরিচালিত হতো নিজেদের মতো করেই।

আমাদের দেশে ইসলামী ব্যাংক পরিচালনায় মুদারাবা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। মুদারাবা অর্থ লাভ বা ক্ষতি যা-ই হোক, সেটার সমান ভাগীদার বিনিয়োগকারীকেও হতে হবে। আমি এ প্রস্তাব নিয়ে যাই বাংলাদেশ ব্যাংকে। বাংলাদেশ ব্যাংক আমাকে জানাল, সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমরা আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করি; কিন্তু আপনি বলছেন যদি ক্ষতি হয়, তাহলে সেটা বিনিয়োগকারীকেও বহন করতে হবে, সেটা তো হতে পারে না। তখন আমি বললাম, এটা তো ইসলামিক আইন। আপনাকে সেটা মানতেই হবে। আর ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লাইসেন্স তো আপনারাই দিয়েছেন। তখন বাংলাদেশ ব্যাংক আমাকে বলেছিল, আপনারা এ চিঠি নিয়ে যান। তার পর আপনাদের বোর্ডে এটাকে উপস্থাপন করেন। আমরা তা-ই করলাম এবং বোর্ড অনুমোদন দিল।

সেক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন একটা দায়িত্বশীল নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এটা এখন ইসলামী ব্যাংকগুলোর একটা চাহিদা। সেটা পূরণ না হওয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে যাদের তেমন ধারণা নেই, তারা এ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করছে। বাংলাদেশে ১৭টি ব্যাংক দ্বৈত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এক্ষেত্রে অনেকেই লাইসেন্সের আবেদন করেছে, কিন্তু পাচ্ছে না। অনেক ব্যাংক পুরোপুরি ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর হতে চাইছে, কিন্তু অনুমতি মিলছে না।

আমাদের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এখনো মুদারাবা, মুশারাকা পুরোপুরি চালু হয়নি। ইসলামী ব্যাংকিংকে পুরোপুরি ইসলামী ব্যাংকিং বলা যাবে না, যদি মুদারাবা ও মুশারাকা চালু না থাকে। ইসলামী ব্যাংকগুলো উচ্চ মুনাফাসমৃদ্ধ খাতে ৫০ শতাংশের ওপর লাভ করতে পারে। আবার সামাজিক গুরুত্ব থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী নিম্ন মুনাফাসমৃদ্ধ খাতেও বিনিয়োগ করতে পারে। সেক্ষেত্রে উচ্চ ও নিম্নমুনাফা উভয় খাতে সহায়তা দেবে ব্যাংক। এটা সম্ভব হবে মুদারাবা ও মুশারাকা ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু থাকলে।

আমি ইরানের কিছু ব্যাংকে কাজ করেছি। মুদারাবা ও মুশারাকা পরিচালনায় জটিলতা রয়েছে। জটিলতা হলো, কয়েকটি হিসাবের খাতা পরিচালনা করতে হয়। ইরান এক্ষেত্রে একটি সেগমেন্টেশন করেছে। তারা বলছে, ব্যক্তিগত অথবা অংশীদার ব্যবসার হিসাবের ক্ষেত্রে কোনো হিসাব খোলা যাবে না। খোলা যাবে করপোরেট হাউজের জন্য; যেখানে ম্যানেজমেন্ট ও অ্যাকাউন্ট মালিকপক্ষ থেকে আলাদা। আমরা বিভিন্ন সময় ব্যবসায়ীদের বলি মুদারাবা-মুশারাকা করতে, কিন্তু তারা রাজি হন না। উচ্চমুনাফা আসে, এমন ব্যবসায় জড়িতরা মুশারাকা করতে আগ্রহী হন না সাধারণত।

মাইনর প্রজেক্টের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট বেঞ্চমার্ক অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে অনেক বিষয়ে কম্প্রোমাইজ করতে হয়। আরেকটি বিষয় বলতে হয় আর সেটা হলো, আমাদের মুনাফার বিষয়ে। ইসলামী ব্যাংকিং যাত্রার পর থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। ইসলামী ব্যাংকের এনপিএল ৬ শতাংশ ক্ষতি করে, অর্থাৎ ৯৪ শতাংশ লাভ করছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, ইসলামী ব্যাংকগুলোয় আসলে ক্ষতি হচ্ছে না। ওই লভ্যাংশ ক্ষতিকে বহন করছে।

মো. হাবিবুর রহমান

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য সময়োপযোগী একটি নীতিমালা বা আইন প্রয়োজন

আমরা প্রথম থেকেই আলাদা একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা চেয়ে আসছি। কেননা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আইনগত ভিত্তি থাকলে সবকিছু বোধগম্য হয়। প্রথাগত ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলোয়ও করপোরেট গভর্ন্যান্স দরকার। তার পরও আমরা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের দেয়া দিকনির্দেশনা মেনে চলছি।

শুরুতে আমরা মুশারাকা ব্যবস্থা মেনেই শুরু করেছিলাম। কিন্তু আমাদের বড় ক্লায়েন্টরা লভ্যাংশ ভাগাভাগির বিষয়ে এমন একটা অবস্থানে গেলেন, যেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলো বড় ধাক্কা খেল। আমাদের ব্যাংকগুলোর যে গঠন প্রণালি, সেখানে ব্যবসায়ীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। কেননা আমাদের ব্যাংকের বাইরে অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে ব্যবসায়ীদের কাজ করতে হয়। সেক্ষেত্রে আমরা যাদের প্রতি আগ্রহ দেখাই, তারা আমাদের প্রতি আগ্রহ দেখান না। আবার অনেকে আগ্রহী থাকলেও তাদের সন্দেহজনক ব্যবসায়িক কাঠামোর কারণে আমরা আগ্রহী হতে পারছিলাম না। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ডিপোজিটরস মানি ড্রেনেজের ওপর গুরুত্ব দেয়া। বর্তমানে একটি পোর্টফোলিও স্ট্রাকচার গঠনের জন্য বলা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পোর্টফোলিও অনুযায়ী আমরা চলছি। সেখানে সর্বজনীন একটি পোর্টফোলিও তৈরির কাজ করা হলে সবাই মিলেই সেটা অনুসরণ করতে এগিয়ে আসব।

প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে এখানে। বাংলাদেশসহ বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি একটি জায়গায় থেমে গেছে। কিন্তু বিষয়টা হলো ব্যবসার গতিধারা সবসময় এক থাকে না; যার কারণে হয়তো প্রবৃদ্ধি এক রকম স্থবির হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা থাকলে, কিছু বিষয় নির্ধারণ করে দিলে কিংবা নতুন ব্যবসায়িক খাত বের করে দিতে পারলে হয়তো প্রবৃদ্ধির হার আরো বাড়ত। আমাদের ইসলামী ব্যাংকগুলোর একক প্রবৃদ্ধি কিন্তু অনেক ভালো। এছাড়া দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র যেমন— ক্ষুদ্র ঋণের দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবদান কম নয়। কৃষিতেও সমানভাবে কাজ করে যাচ্ছে তারা। এ ধারা বজায় থাকুক।

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

দুজন দুষ্ট লোকের কারণে এমন এক আইন তৈরি করি, যেখানে সাধারণ লোকগুলো ঝামেলায় পড়েন। তারা আইনের প্যাঁচে পড়ে ব্যবসায়িক মনোভাব থেকে দূরে সরে যান

ইসলামী ব্যাংকিং আসলে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। কীভাবে আমরা দেখছি পুরো বিষয়টিকে, তার ওপর নির্ভর করছে ব্যবস্থাটি কীভাবে কাজ করবে। অর্থনীতি তার নিজস্ব নিয়মেই চলবে। মানুষ অর্থের নিরাপত্তা পেলে যে কোনো ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করবেন। ক্ল্যাসিক্যাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঠিকই ছিল; কিন্তু সেখানে কিছু লোকের অনিয়মের কারণেই মানুষের আস্থা নষ্ট হয়েছে। আর অনিয়মের দায়ভার সবসময় অর্থের মালিককেই বহন করতে হয়েছে। আমরা দুজন দুষ্ট লোকের অনিয়মের কারণে এমন এক আইন তৈরি করি, যেখানে সাধারণ লোকগুলো ঝামেলায় পড়েন। তারা আইনের প্যাঁচে পড়ে ব্যবসায়িক মনোভাব থেকে দূরে সরে যান। এর মধ্যে মানুষ ইসলামী ব্যাংকের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। কারণ ইসলামী ব্যাংকগুলো বলছে, তারা লাভ হলে লাভ দেবে আবার ক্ষতি হলে সেটাও গ্রহণ করবে সমানভাবে। অন্যান্য ব্যাংক বলছে, লাভ-ক্ষতির বিষয় নয়, তাদের সুদ সময়মতো পেলেই হবে। সুতরাং গ্রাহক ইসলামী ব্যাংকে নিরাপত্তা পাচ্ছেন বলেই তাদের আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

আমি স্টক এক্সচেঞ্জের মানুষ, তাই সেটা নিয়ে বলতে চাই। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের আগে শরিয়াহ ইনডেক্স চালু করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ গত বছর শরিয়াহ ইনডেক্স চালু করেছে। ভারতের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদরা এসে একটা গাইডলাইন করে দিয়েছেন। সেখানে বাংলাদেশের সব ইসলামী ব্যাংক তালিকাভুক্ত। তারা বেশ ভালোও করছে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য দ্রুত আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রথাগত আইন দিয়ে ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা করা যাবে না। বুঝতে হলে নিজস্ব আইন থাকতে হবে। আর আইনগতভাবে একটি সমন্বয় আনতে হবে।

মু. ফরীদ উদদীন আহমাদ

বাংলাদেশ ব্যাংককে অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকের জন্য পৃথক নিয়ন্ত্রক ও তদারকি শাখা খুলতে হবে। নইলে এ ব্যবস্থাকে একটি যথাযথ কাঠামোর আওতায় আনা যাবে না

ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে আমাদের যথেষ্ট তথ্যের ঘাটতি আছে। অনেকেই মনে করেন, আমরা লাভ করছি ফি থেকে। কিন্তু আমরা লাভ করি ফান্ড থেকে। বিনিয়োগ থেকে আমাদের লাভ কম আসে। এটার পরিমাণ ১৫-২০ শতাংশ। ইউটিলাইজেশন অব ফান্ড থেকে আসে প্রায় ৮০ শতাংশ। আবার আমরা বলছি, আইন না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। যাত্রার এত বছরে আমাদের তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। তাহলে আমরা কেন এটা নিয়ে এত চিন্তিত? আমরা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রমকে স্পষ্ট করতে পারিনি বলেই অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে। মুদারাবা-মুশারাকা নিয়েও কথা বলা হয়েছে। এটাও কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এটা সম্পূর্ণ আর্থিক একটা বিষয়। আমরা আমানতকারীর টাকা নিয়ে কেন ঝুঁকি নেব? এটা মানিটারি ও ফিসক্যাল পলিসির একটা ব্যাপার।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের একটা ব্যাপার আছে। লেনদেনের ক্ষেত্রে পারমিসিবল ও প্রভিশনের ব্যাপার আছে, যা মেনে চলতে হয়। এটা করতে গিয়ে সুদকে এড়িয়ে চলতে হয়, ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। সেটাও আমরা অনেকের কাছে স্পষ্ট করতে পারিনি বলে ইসলামী ব্যাংকিংকে তারা বলছেন ভাঁওতাবাজি। সে দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে রাজি আছি। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বলছে, আগামী ৫০ বছরে ২৫ শতাংশ পোর্টফোলিও মুদারাবা-মুশারাকা করবে। শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স করবে। এ রকমভাবে যদি ভবিষ্যতের লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগোনো যায়, তাহলে বোধহয় সব ঠিক থাকবে।

এছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব আছে। আইন-কানুন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই কর্মকর্তাদের। ইসলামী ব্যাংকের যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে, সেখানে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সত্য। কিন্তু সেটাও অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। ইসলামী ব্যাংকিংকে মানুষের কাছে স্পষ্ট করার দায়িত্ব ইসলামী ব্যাংকগুলোরও। এ দায়িত্ব সরকারের নয়। আর বাংলাদেশ ব্যাংককে অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকের জন্য পৃথক নিয়ন্ত্রক ও তদারকি শাখা খুলতে হবে। নইলে এ ব্যবস্থাকে একটি যথাযথ কাঠামোর আওতায় আনা যাবে না। আর তাত্ত্বিক বিষয়গুলো নিয়ে অন্য সময় এভাবে বসে আলোচনা করতে পারব বলে আশা করছি।

এম মুজাহিদুল ইসলাম

শক্তিশালী কার্যদর্শী সংস্থা লাগবে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য তদারকি কমিটি লাগবে। সুশাসনের জন্য শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে

ইসলামী ব্যাংকের অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি হলো শরিয়াহর উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছে কিনা, সেটা নির্ধারণ করতে পারা। বিশ্বে এমনকি বাংলাদেশে এ ব্যবস্থা কতটা সফল, সেটা নির্ধারণ করতে পারা ইসলামী ব্যাংকের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। ইসলামী ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ধনী-গরিবের ব্যবধান কমিয়ে আনা। সেক্ষেত্রে ধনীরা যেন গরিবদের জন্য সম্পদ বণ্টন করেন, তাতে সহায়তা করা। কিছু লোকের হাতে যেন সম্পদ ঘোরাফেরা না করে, তা নিশ্চিত করা। কিন্তু প্রথাগত ব্যাংকগুলো ঠিক তার উল্টো কাজ করে। ছোট ছোট সঞ্চয় তুলে দেয় বড় বড় বিনিয়োগকারীর হাতে। তারা তহবিল তছরুপও করেন অনেক সময়। এ ব্যবস্থা পুঁজিবাদীরা নিজেদের সুবিধার জন্য করেছে। কিন্তু ইসলাম কল্যাণের কথা বলে। ইসলামের বায়তুল মালের ধারণা অনেক আধুনিক; যেখানে ধনীরা গরিবদের জন্য সম্পদ বণ্টন করেন। আমরা পোর্টফোলিও স্ট্রাকচারে এ রকম একটা মেকানিজম করতে পারলে ইসলামী ব্যাংকগুলো সফল হবে। নইলে সেই ধনীদের হাতে অর্থ চলে যাবে। এটা বড় চ্যালেঞ্জ। ইসলামের লক্ষ্য বেশি উৎপাদন ও অধিক কর্মসংস্থান। কিন্তু আমরা ব্যবসায় বিনিয়োগ বা অর্থায়ন করলে সেটা অর্জন হবে না। পাকিস্তান আমল থেকে এখন পর্যন্ত এ অভিযোগ করা হয়।

জাপান আজকে এতটা এগিয়ে গেছে, কারণ তারা শিল্পে বিনিয়োগ বা অর্থায়ন করেছে। ব্যাংকগুলো সেটা না করে ব্যবসায় অর্থায়ন করছে। এতে কখনই

সুদের বিপরীতে কাজ করতে পারব না। সেটা সম্ভবও হবে না। সেক্ষেত্রে মার্ক-আপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু সেটা ক্ষতি স্বীকার করে নয়। মার্ক-আপ বৈধ, কিন্তু এতে অনেক সমস্যা আছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূল বক্তব্য হলো অংশগ্রহণমূলক ব্যাংকিং, যাকে আমরা বলছি মুদারাবা। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে মুদারাবা মানা কষ্টকর। কারণ প্রথাগত ব্যাংকিংয়ে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ব্যাংক সুদ নেয় এবং আমানতকারীদের সুদ দেয়।

আমরা যদি আমানতকারীদের জন্য অংশগ্রহণমূলক কোনো ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারি, তাহলে সেটা হবে ব্যর্থতা। আমানতকারীদের জন্য আমরা যদি নিশ্চিত করতে না পারি যে, তিনি কখনো দেউলিয়া হবেন না এ ব্যবস্থায়, তাহলে বিষয়টা হবে দুঃখজনক। এটা করতে না পারলে ইসলামী ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি হবে না। একটি ইসলামী ব্যাংক বোধহয় কিছুটা মুদারাবা মেনে চলে, বাকিগুলো তা মানে না।

আবার অনেকে মুদারাবাকে মেনে চলাটা আবশ্যক মনে করেন না। তারা মনে করেন, এতে অনেক হিসাব করতে হয় একজনের জন্য। বিষয়টা এতটা জটিল করে ফেললে তো সমস্যা হবেই। ইরানে বলা হচ্ছে, করপোরেট সেক্টরের জন্য আলাদা হিসাব করা হয়। আমাদের দেশেও বড় বড় কোম্পানি আছে। তারা সময়মতো আমাদের লভ্যাংশ (শেয়ার থাকার কারণে) পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু আমরা তো তাদের গেটেও ঢুকতে পারি না। সরকার কর আদায় করছে কীভাবে? বিষয়টা সহজীকরণ হলেও বোধহয় চলবে না। সেক্ষেত্রে কোম্পানিগুলোকে বলতে পারি, আমরা তাদের হয়ে অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিয়োগ দেব। তখন তারা কি ভুয়া হিসাব দিয়ে তহবিল তছরুপ করতে পারবে? পারবে না। লাভজনক ব্যবসা ও ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিলে অবশ্যই তারা এগিয়ে আসবেন। মুদারাবা সেবার আওতায় তাদের নিয়ে আসা সহজ হবে। কেননা ধর্মের ব্যাপারে সবার একটা কোমল স্থান আছে। সুতরাং মুদারাবার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোকেই এগিয়ে আসতে হবে।

এক্ষেত্রে শক্তিশালী কার্যদর্শী সংস্থা লাগবে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য তদারক কমিটি লাগবে। সুশাসনের জন্য শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।

সৈয়দ ওয়াসেক মো. আলী

শরিয়াহ অডিটের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত শরিয়াহ অডিট করতে পারে, এমন দক্ষ জনবল তৈরি করা

আমাদের ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে শুরু করে গ্রাহক ও নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব আছে। সেটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। গ্রাহকদের জন্য নিয়মিত সেমিনার আয়োজন করতে হবে। কেননা গ্রাহকরা প্রথাগত ব্যাংকের গ্রাহক। তারা কেন সাধারণ ব্যাংক ছেড়ে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করবেন? সেটাই আমাদের বোঝাতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি প্রথাগত উপায়ে বোঝাতে থাকি, তাহলে হবে না।

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সবার। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শরিয়াহ অডিট হয় না। আমাদের ব্যাংকে সাধারণ অডিটের পর শরিয়াহ অডিট হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত শরিয়াহ অডিট করতে পারে, এমন দক্ষ জনবল তৈরি করা। ইসলামী ব্যাংকও শরিয়াহ অডিট করতে সাহায্য করতে পারে।

সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ছালেহ

কিছু ইসলামী ব্যাংক পণ্য না কিনে গ্রাহককে অর্থ দিচ্ছে। এটি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা নয়, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকারের সমস্যা

কোরআনে সুদকে হারাম, ব্যবসাকে অর্থাৎ কেনাবেচাকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে

অবশ্যই কেনাবেচাকে তুলে ধরতে হবে। পার্টনারশিপ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। আমাদের ব্যাংকগুলোয় অনেক সময় ব্যবস্থাপকরা কিছু না কিনেই গ্রাহককে টাকা দিয়ে দেন। এতে ধারণা জন্মে যায়, ইসলামী ব্যাংক প্রতারণা করছে। কিন্তু এটা ব্যাংকের বা সমগ্র ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা নয়, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকারের সমস্যা। এক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। এছাড়া প্রচলিত ব্যাংকগুলোয় অডিট করার পর পোর্টফোলিওতে উপযুক্ত কোনো ফল না পেলে শাস্তির ব্যবস্থা করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া প্রশিক্ষণের জন্য বিআইবিএমের মতো ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা উচিত।

আবুল কাশেম মো. শফিউল্লাহ

আমাদের দেশকে গরিব দেশ বলা হয়; কিন্তু আমি বলছি, আমাদের দেশের সম্পদকে গরিবভাবে বণ্টন করা হয়, তাই এ অবস্থা

বিশ্বে একটি উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে ইসলামী ব্যাংকিং, করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। বিশ্বব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বেশ আগ্রহী। তারা রীতিমতো গবেষণা করছে এ বিষয়ে। আমাদের দেশকে গরিব দেশ বলা হয়; কিন্তু আমি বলছি, আমাদের দেশের সম্পদকে গরিবভাবে বণ্টন করা হয়, তাই এ অবস্থা। আমাদের দেশে সম্পদ নষ্ট করা হয় না; কিন্তু পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করাও হয় না।

আমাদের সবসময় একটা কথা বলা হয়, বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র নয়। তাহলে কীভাবে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু থাকবে? তখন বলেছি, সরকার তো নামাজ কিংবা জাকাত দিতে বাধা দেয় না। তাহলে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা থাকলে সমস্যা কোথায়? আসলে এগুলো বলার জন্য বলা। সেক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের স্বাধীন একটি আইনি কাঠামো দরকার। আজকে ঝুঁকির প্রকৃতি ও ইসলামী ব্যাংকিংয়ে পণ্যের বৈচিত্র্য নিয়ে কথা হয়েছে। এ বিষয়গুলোও খেয়াল রাখতে হবে। সর্বোপরি কাজ করতে হবে মানবতার কল্যাণে।

মো. আরিফ বিন ইদ্রিস

অন্যান্য ট্রানজেকশনে ইসলামী ব্যাংক অংশ নিলে অর্থনীতিতে তার অবদান বাড়ত। ইসলামী ব্যাংকের দৃশ্যমান সম্পদ থাকে, যা তাকে প্রথাগত ব্যাংকের সঙ্গে আলাদা করে তোলে

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে মুদারাবা-মুশারাকা প্রধান মোড অব ট্রানজেকশন। ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি মুশারাকা প্রদান করে, যা অনেকটাই অবিশ্বাস্য। সেক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের লভ্যাংশ কে ঘোষণা করবে— ব্যাংক, নাকি গ্রাহক? এটা নির্ধারণ করতে হবে নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে। কিন্তু আমাদের সে নিয়ন্ত্রক সংস্থা নেই। এটা প্রথম চ্যালেঞ্জ। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ, এ নিয়ন্ত্রক সংস্থার হয়ে কাজ করা অডিটরদের মানদণ্ড ঠিক করা। তা না করলে ব্যাংকগুলোয় বেনামে অ্যাকাউন্ট খোলা হবে; যার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না এবং ব্যাংকগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তৃতীয় চ্যালেঞ্জ হলো অর্থঋণ আদালত। আমাদের ব্যাংকে ফিন্যান্সিয়াল কোনো সমস্যা দেখা দিলে অর্থঋণ আদালতের কাছে যাই। কিন্তু ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই আদালতের। ফলে আমরা যখন আদালতে যাই, তখন আমাদের ভাবতে হয়, কীভাবে তাদের বোঝাব। কেননা আমাদেরও টিকে থাকার প্রশ্ন থাকে সেখানে।

বলা হচ্ছে, মুদারাবা-মুশারাকা প্রধান মোড অব ট্রানজেকশন। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ট্রানজেকশন আছে যেমন— বাড়ি ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল ইত্যাদি। সবই হালাল। ইসলামী ব্যাংক সম্পূর্ণ ইসলামিক। কিন্তু বিষয়টা হলো, অন্যান্য ট্রানজেকশনে ইসলামী ব্যাংক অংশ নিলে অর্থনীতিতে তার অবদান বাড়ত। ইসলামী ব্যাংকের দৃশ্যমান সম্পদ থাকে; যা তাকে প্রথাগত ব্যাংকের সঙ্গে আলাদা করে তোলে।

আমাদের আরেকটি বিষয়ে সমস্যা আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমাদের সবসময় গাইডলাইন দিয়ে থাকে। কিন্তু মজার বিষয় হলো, তাদের ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ওপর তেমন দক্ষতা নেই। তার পরও তারা আমাদের নানা বিষয়ে পরামর্শসহ দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। তাদের সবার আগে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান এবং সেগুলো সমাধান করতে হবে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে। সেটা করতে না পারলে ইসলামী ব্যাংকিং খুব বেশি এগোবে না।

এমএ মান্নান

অনেক দেশে ইসলামী ব্যাংকিং একটি ব্র্যান্ড হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। সেখানে আমরা কেন পারলাম না, তা খুঁজে বের করতে হবে

আজকের আলোচনায় বারবার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উঠে এসেছে। আমিও সেটাই মনে করছি, আমাদের দক্ষ নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রয়োজন আছে। নইলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সেটা সামাল দেয়া সম্ভব হবে না। আমি মনে করি, যথার্থ বলা হয়েছে আজকের আলোচনায়। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় আছে; কিন্তু থাকলেও সেটা স্পষ্ট নয়। সরকারের পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই, আমাদের ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই। আমরা চাই ইসলামী ব্যাংকিং আরো বিস্তার লাভ করুক। কেননা অনেক মানুষ এ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আগ্রহ প্রকাশ করছেন। সুতরাং আমাদের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে নিরুৎসাহিত করার কোনো কারণ নেই। আমাদের অবশ্যই একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে। সরকারের মনোভাব নিয়ে আবারো বলছি, দৃষ্টিভঙ্গির কোনো সমস্যা নেই। সেটা ব্যক্তিগতভাবে অনেকের থাকতে পারে; কিন্তু সরকার ব্যবস্থার মধ্যে এ ব্যাংকিং সম্পর্কে কোনো বিরূপ মনোভাব নেই। সেটা থাকলে অপরাধ হবে। সরকার সবাইকে সমানভাবে সুযোগ দিতে বাধ্য।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কথা বলা হয়েছে, যারা ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বেশ ভালো করেছে। আজকের আলোচনায়ও সেটা উঠে এসেছে। অনেক দেশে ইসলামী ব্যাংকিং একটি ব্র্যান্ড হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। সেখানে আমরা কেন পারলাম না, তা খুঁজে বের করতে হবে।

আইন নিয়ে একটা কথা উঠেছে। আমি খুশি হতাম, যদি আপনাদের বলতে পারতাম, আমি আইন করে দেব। আমি এ অবস্থায় নেই। তবে ২০১১ সালে কেন খসড়া আইনটি বাস্তবায়ন হলো না, সেটা আসলে বোধগম্য নয়। আইন না থাকার পরও ইসলামী ব্যাংকগুলো যেভাবে কাজ করছে, সেটা প্রশংসার দাবি রাখে। আইন পাস না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের মতো করে কাজ করে যান। সবাই একসঙ্গে কাজ করলে আইন চূড়ান্ত করণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হবে।

দেওয়ান হানিফ মাহমুদ: আলোচনায় অংশ নেয়ার জন্য সবাইকে বণিক বার্তার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

শ্রুতি লিখন: মুহাম্মদ হাসান রাহফি

আলোকচিত্রী: সোহেল আহমেদ

সম্পাদক ও প্রকাশক: দেওয়ান হানিফ মাহমুদ | © 2011-2015

বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইল: news@bonikbarta.com বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ পিএবিএক্স: ৮১৮৯৬২২-২৩, ফ্যাক্স: ৮১৮৯৬১৯